পরিবেশ

প্রকৃতি ও সমাজ

সম্পাদনা
সুশান্ত পাল

পুনশ্চ

সূচিপত্র

‘এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে ...’ ১১

অ গ্র প থি ক

প্রাচীন ভারতে প্রকৃতি ও পরিবেশ চেতনা	গোপাল চন্দ্র সিন্‌হা	১৫
পরিবেশ ভাবনার রবীন্দ্র-সুর	অরুণাভ মিশ্র	২৪
প্রকৃতি, পরিবেশ ও উন্নয়ন : গান্ধি-ভাবনার দিগ্‌বিদিক	দেবনারায়ণ মোদক	৫২
ফিরে দেখা : রেচেল কার্সন যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি	রাহুল রায়	৬৪
মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশ-সংকট ও অর্থনীতি	কৌস্তভ সাহা	৭৩

অ শ নি স ং কে ত

আগামীর রূপকথা	রেচেল কার্সন অনুবাদ : মানস মুখোপাধ্যায়	৮৭
ওদের ডুবতে দাও—উষ্ণায়নের পৃথিবীতে অপরায়নের হিংস্রতা	নাওমি ক্লেইন অনুবাদ : কঙ্ক ঘোষ	৮৯
পরিবেশ-বিচ্ছিন্নতা ও তার ভবিষ্যৎ : আস্তিত্বিক ট্র্যাজেডির যাত্রাপথ (কার্ল মার্কসের এলিয়েনেশ্‌ন্‌ তত্ত্বের আলোকে)	সাহাবুদ্দিন	১০৫
বাস্তুতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ : পুঁজিবাদের অভিশাপ	জন বেলামি ফস্টার ও ব্রেট ক্লার্ক অনুবাদ : গৈরিক বসু	১১৮

কার্বনের উন্নয়ন রাজনীতির কার্বন

মূল স্রোতের সুস্থায়ী উন্নয়নের মডেল : সোনার পাথরবাটি?	পার্থিব বসু	১২৫
কার্বন ব্যবসা, কার্বন কর্ম ও কার্বন পদচিহ্ন—একই বৃন্তে তিনটি কুসুম	শুভাশিস মুখোপাধ্যায়	১৩১
‘পরিবেশ বনাম উন্নয়ন’ নাকি ‘প্রকৃতি বনাম পুঁজিবাদ’?	সমুদ্র রায়	১৩৮
বিশ্বের আর্থিক ব্যবস্থাই সৃষ্টি করছে জলবায়ু পরিবর্তনের সংকট	সহদেব	১৪৪

জল জমি জঙ্গল

জল-মানুষ-পৃথিবী এবং সংকট	সুশান্ত চৌধুরী	১৫৭
জলসংকট	তপন সাহা	১৭৪
বিপন্ন জলাভূমি বিপন্ন সভ্যতা	সৌরভ চক্রবর্তী	১৮২
জলবায়ু সংকট প্রশমন : বননীতিতে অরণ্যবাসীদের অধিকারের স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা	বিধান কান্তি দাশ	১৯১
জল জমি জঙ্গল : পুঁজির আগ্রাসন : আদিবাসী জীবন-সংস্কৃতির বিপন্নতা	মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৯

উন্মূলন বিপন্নতা

পরিবেশ, করোনা এবং মার্কস প্রসঙ্গ	বাসব বসাক	২০৫
সুন্দরবনে অশনি সংকেত	সুকান্ত সরকার	২১৬
মৌমাছির লড়াইয়ে সুন্দরবনের পরিবেশ বিপন্নতা	সসীমকুমার বাড়ৈ	২২২
পৃথিবীর অরণ্য ও ভূমি, কর্পোরেট পুঁজির কৃষি এবং নিত্যনতুন রোগ	জয়ন্ত ভট্টাচার্য	২২৮
শব্দ যখন ভীষণ	অর্জুন দাশগুপ্ত	২৪৫
বিপন্ন শকুন	দিব্যেন্দু বিশ্বাস	২৪৯
জলবায়ু পরিবর্তন : বিপন্নতা ও অভিমুখ	অনিরুদ্ধ মুখোপাধ্যায়	২৫৪

হারিয়ে যাওয়া ধান বিষিয়ে আসা মাটি

ধান : জিয়নকাঠির স্পর্শে তার আপন সংস্কৃতি ফিরে পাক	লীনা চাকী	২৬১
মাটির স্বাস্থ্য	মৌমিত রায় গোস্বামী	২৭৬
মাটি দূষণ : বিকল্প কৃষি	সমীর সরকার	২৭৯
কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ — জিন চাষ, চুক্তি চাষ ও ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে তার প্রভাব	সৌমিলি বেরা	২৮২

দেহ মন যাপন

বৃক্ষ যার নাম	চন্দ্রিমা বিশ্বাস	২৮৯
প্রকৃতি ও মানবমন : এক অখণ্ড যাত্রা	গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯৪
কে প্রভু? সমাজ প্রকৃতি না মানুষ	তরুণকুমার দত্ত	২৯৯
শিল্পে দূষণ, বিপন্ন শ্রমিক	বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়	৩০৪
জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্বস্বাস্থ্য কিয়ৎ জরুরি ও 'সতর্ক সংশয়'	স্থবির দাশগুপ্ত	৩১৪

এবং বিকল্প

বিপ্লব বাবুর একটি দিন, ১২ আগস্ট, ২৩০০	অংশুমান দাশ	৩২১
পরিবেশ বান্ধব বিকল্প শক্তি নিয়ে কিছু কথা	শান্তিপদ গণ চৌধুরী	৩২৬
সুন্দরবনের সংকট : একটি সম্ভাব্য নীল নকশা	সুগত হাজরা	৩৩৪
বিশ্ব উষ্ণায়ন ও সমাজনীতি	অতীশ চট্টোপাধ্যায়	৩৪১
পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি: খোঁজ চলছে	কুমারজিৎ মণ্ডল	৩৪৮
মানুষ ও জীববৈচিত্র্য	জীবন কুমার পাল	৩৫২
পরিবেশবান্ধব যান ও কলকাতা	শৌর্য বসু	৩৬৭

তথ্য তত্ত্ব প্রতিরোধ

পরিবেশ সম্মেলন : ইতিহাসের আলোকে	শ্যামল চক্রবর্তী	৩৭২
ভারতবর্ষে পরিবেশ আন্দোলনের ইতিবৃত্ত	তরুণ মণ্ডল	৩৮৭
পরিবেশ আন্দোলন, পরিবেশবাদ ও পরিবেশ সংরক্ষণে লড়াইয়ের ভূমিকা	সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়	৩৯৯
নদী আন্দোলন ও সমসাময়িক রাজনীতি	তাপস দাস	৪০৫
প্রসঙ্গ 'ইকোক্রিটিসিজম' : একটি কাল্পনিক সংলাপ	সঞ্জীব দাস	৪১১
ইকোপোয়েট্রি : 'নিসর্গকে অনাহত রাখবার অভিপ্রায়'	ঋতম্ মুখোপাধ্যায়	৪২২
দূষণ নিয়ন্ত্রণে আইনের চালচিত্র	বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়	৪৩২

শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি জীবন

শিল্পকলায় পরিবেশের উপস্থাপনা ও সংকটের ইঙ্গিত	দেবরাজ গোস্বামী	৪৪৯
পুঁজির আগ্রাসন, পরিবেশ সংকট ও শিল্প-সাহিত্য	সাধন চট্টোপাধ্যায়	৪৬০
কৃষ্ণা বনদেবী ও সন্ধ্যামণি ফুল	শান্তনু চট্টোপাধ্যায়	৪৬৭
নারী-প্রকৃতি ও চুইয়ে পড়া ভোগাভিলাষের সংস্কৃতি : একটি আখ্যাননির্ভর পাঠ	সুশান্ত পাল	৪৭৬
পদ্ম-তিতাস-তিস্তা : মানুষ-নদী জীবনের ভাঙাগড়া	নীলাদ্রি নিয়োগী	৪৮৫
জীবনানন্দের কবিতা : প্রকৃতি, মানুষ ও মৃত্যু	চিত্রিতা বসু	৪৯৪
প্রকৃতির সংগীত—সাংগীতিক প্রকৃতি	শুভাশিস ভট্টাচার্য	৫০৫
পরিবেশ নির্মাণে বাংলা কার্টুন ও কমিকস	অমৃতেশ বিশ্বাস	৫১৪
ভাষার পরিবেশে দূষণ	পার্থ সারথি বণিক	৫২৯
লেখক পরিচিতি		৫৩৫

প্রাচীন ভারতে প্রকৃতি ও পরিবেশ চেতনা

গোপাল চন্দ্র সিন্‌হা

এক

ইতিহাস এখন কেবলমাত্র পাঠ্যবিষয়ক গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আন্তঃশাস্ত্রীয় গবেষণায় অংশগ্রহণ করে ইতিহাস অনেকাংশেই নিজেকে সময়োপযোগী করে তুলেছে। এর মধ্যে একটি অন্যতম বিষয় হল প্রকৃতি ও পরিবেশ সংক্রান্ত ইতিহাসচর্চা। বস্তুত, জলবায়ু, পরিবেশ ও আবহাওয়া পরিবর্তনের মতো জটিল বিষয়বস্তুগুলি এখন আর কেবল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এক-রৈখিক প্রিজমের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। বরং সমস্যাগুলিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে গেলে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যথা সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়সমূহের গুরুত্বকেও বুঝতে হবে।[১] এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ কম যে মানব সভ্যতার বিকাশে আমরা দিন দিন যত বেশি পরিবেশগত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি ততই বাধ্য হচ্ছি ইতিহাসের কাছে হাত পাততে। কৌতূহল জাগছে আজ প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্যের যে অভাব ক্রমশ প্রকট রূপ নিচ্ছে তা কি অতীতেও ছিল? থাকলে তার স্বরূপ কীরূপ ছিল? সমাধান কি হয়েছিল? হয়ে থাকলে কীভাবে? নাকি আদৌ কোনও সমাধান হয়নি—তা ক্রমপ্রসারমান হয়ে আজ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

প্রাচীন ভারত (আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)-এ পরিবেশ সমস্যা ছিল নিশ্চিতভাবে এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়ার নীতিও ছিল, যার প্রমাণ মিলবে এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আলোচিত সমকালীন প্রধান প্রধান কয়েকটি আকর উপাদানে।[১এ] তবে মনে রাখা দরকার সেই সময় আজকের তুলনায় জনসংখ্যা ছিল অনেক কম। অপরদিকে প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল যথেষ্ট বেশি। তবে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতি ও মানুষের ভোগবাদী মানসিকতা বর্তমান দুনিয়ার ন্যায় তখন প্রকৃতির ওপর আগ্রাসী আধিপত্য বিস্তার করেনি। স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশগত সমস্যা তখন এখনকার মতো প্রকটরূপ ধারণ করেনি। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে যা ছিল পরিবেশ সমস্যা এখন তা পরিবেশ সংকটের রূপ ধারণ করেছে। বর্তমান কালে পরিবেশ সবচেয়ে বড়ো বাণিজ্যের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশের ওপর সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য শুরু হয়েছে রেষারেষি। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রকৃতি।

পরিবেশ বলতে বোঝায় সমগ্র জীবজগৎ (মানুষকে বাদ দিয়ে) এবং প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল, যাকে আমরা বলি nature (প্রকৃতি)।[২] উল্লেখ্য, বহু যুগ আগে প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর ধরে যখন প্রাচীন মানবজাতির অন্তর্গত আমাদের পূর্বপুরুষেরা আফ্রিকার কেনিয়া (ওল্ডুভাই গর্জ)-য় উদ্ভূত হয়ে ক্রমশ ইউরেশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে সেই সময় কুমারী প্রকৃতি (Virgin nature) অর্থাৎ যে প্রকৃতি মানুষের কার্যকলাপের দ্বারা প্রভাবিত নয় তা ছিল সর্বোচ্চে। এরপর আমাদের নিজস্ব প্রজাতি হোমো স্যাপিয়েন্স অর্থাৎ দৈহিক গঠন অনুযায়ী আধুনিক মানুষ আফ্রিকায় আবির্ভূত হয়ে বিগত প্রায় ১,৫০,০০০ বছরের মধ্যে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার পরেও ওই অবস্থাই চলতে থাকে। কিন্তু আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০ অব্দ নাগাদ মানুষ যখন কৃষিকাজ ও পশুপালন শুরু করে (প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ গর্ডন চাইল্ডের তত্ত্ব অনুযায়ী নিওলিথিক বিপ্লব), তখন থেকেই নিজেদের অজান্তে তারা প্রাকৃতিক পরিবেশের নানা অংশের পরিবর্তন ঘটাতে শুরু করে।[৩] তারপর শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্রুত বদলে যেতে থাকে, যার ধারা আজ আরও দ্রুতগতিতে বহমান।

দুই

এখন কয়েকটি আকর উপাদানের আলোকে প্রাচীন ভারতের প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর আলোকপাত করা যাক। প্রসঙ্গত বলা যায় বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য এবং বিদেশি পর্যটকদের বিবরণে প্রাচীন ভারতের প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায় 'ইকোলজি'-র গুরুত্ব আজ সর্বজনস্বীকৃত। এই ইকোলজি হল পরিবেশের সব উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কের বিদ্যা। কিন্তু মনে রাখা দরকার পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে ইকোলজির ধারণা তুলনামূলকভাবে নবীন। উল্লেখ্য, ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে আর্নেস্ট হেকেল গ্রিক শব্দ 'ওইকস' (oikas) থেকে এটি গ্রহণ করেন। 'ওইকস' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল আবাস। পাশ্চাত্য ভাবনায় নতুন হলেও সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের সচেতনতাবোধ ও দায়বদ্ধতার বেশ কিছু উল্লেখ আমরা পেয়ে থাকি।

প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তার কথা বৈদিক সাহিত্যে উজ্জ্বল। এই প্রসঙ্গে অথর্ববেদের দ্বাদশকাণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত 'পৃথিবীসূক্ত'-য় উল্লিখিত মন্ত্রগুলির অনুবাদ সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে। এখানে বৈদিক ঋষিদের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছে—'মাতা ভূমিপুত্রম্ পৃথিব্যাঃ', অর্থাৎ মাতা ধরিত্রী (পৃথিবী)-র সঙ্গে মানুষের নাড়ির বন্ধনের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া মাতা ধরিত্রী পূজিতা হয়েছেন তাঁর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের অজস্রতায়, লতা-গুল্ম-বৃক্ষরাজি,

রৌদ্র, আকাশ, মেঘ, বৃষ্টি, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী ও মহাসাগরের সুন্দর মহিমা ও তার অকৃপণ স্নেহের দানের জন্য। শুধু তাই নয়, অথর্ববেদের 'পৃথিবীসূক্তে' আর্য ঋষিরা ধরিত্রীকে অমলিন ও অক্ষত রাখার সংকল্প, পরিবেশ ও প্রকৃতির সংরক্ষণ এবং মানুষের হিংসা, লোভ ও স্বার্থসিদ্ধি থেকে রক্ষা করার অঙ্গীকার করেছেন। এমনও সংকল্প করা হয়েছে—

যৎ তে ভুমে বিখনামি ক্ষিত্রং তদপি রোহতু।
মা তে মর্ম বিমৃগ্ধরি মা তে হৃদয়মর্পিপম।।[৪]

এর অর্থ হল—হে ভুমি, আমি যখনই তোমায় খনন করে কিছু নিষ্কাশন করি, আমার কর্তব্য হল আবার তা পূরণ করে পূর্বের অবস্থায় যতদূর সম্ভব ফিরিয়ে আনা।[৫] সুতরাং দেখা যাচ্ছে অথর্ববেদের যুগে (আনুমানিক ১০০০-৬০০ খ্রিষ্টাব্দপূর্বে রচিত) প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং তার সুরক্ষা সম্পর্কে সমকালীন ঋষি ও গুণীজনদের সম্যক ধারণা ছিল।

প্রাচীনকালে ঋষিরা জলের বিশুদ্ধতা অব্যাহত রাখা, জল দূষণ প্রতিরোধ, জলাভূমি সংরক্ষণ এবং বাস্তুতন্ত্রের স্থিতি বজায় রাখতে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। এর প্রমাণ মেলে বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে। এ প্রসঙ্গে *যজুর্বেদে* উল্লিখিত একটি শ্লোকে বলা হয়েছে :

পয় পৃথিব্যাং পয় ওষধীষু পয়ো দিব্যন্তরীক্ষে পয়ো ধাঃ।
পয়স্বতী: প্রদিশ সন্তু মহ্যম।।[৬]

বস্তুত, ভূ-ভাগ বা বাতাস যেখানেই হোক না কেন, উপস্থিত জল সম্পর্কে বৈদিক ঋষিরা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের একটি ভাব পোষণ করতেন। এছাড়া, উক্ত বৈদিক মন্ত্র থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, জলসম্পদের উপযুক্ত সংরক্ষণের জন্য পরিবেশের প্রত্যেক অংশের তরল, বাষ্পীয় বা কঠিন (বরফ) অবস্থায় জলের আবর্তন চক্রকে অব্যাহত রাখা সুনিশ্চিত করতে হবে।

জলের সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে জল যাতে দূষণমুক্ত হয় সে ব্যাপারেও প্রাচীন ভারতের সামাজিক আইন প্রণেতারা সচেতন ছিলেন। এ ব্যাপারে আপাতত দুটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। *তৈত্তরীয় আরণ্যক* (৬/১/৪১)-এ বলা হয়েছে যা জলকে কলুষিত করবে, দূষিত করবে এবং যা জলের গুণমানের ক্ষতি করবে, যে কোনো প্রকারে সেগুলি অপসারিত করতে হবে। মনুস্মৃতিতে বিশুদ্ধ ও পানীয় জলের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে—

আপঃশুদ্ধা ভুমিগতা বৈতৃষ্ণ্যম যাসু গর্ভেৎ।
অব্যয়াপ্তাশ চেদ অমেধ্যয়েন গন্ধবর্ণরসানভিতঃ।।[৭]

এর অর্থ হল যে—জলের বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ গ্রহণযোগ্য, যাতে কোনও দূষিত পদার্থ মিশ্রিত নেই এবং যে-জল পান করলে পশুদের কোনও ক্ষতি হবে না সেই জলই শুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

তিন

প্রাচীন ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য আকরগ্রন্থ হল কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*। অর্থশাস্ত্রে সম্পদ বলতে বোঝানো হয়েছে সমস্ত অজৈব ও জৈব বস্তু-কে। অর্থাৎ ভূমি, জলরাশি, অরণ্য, খনিজ ধাতু, পশু, জনসম্পদ প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। এক কথায় বর্তমান কালে ইকোলজি বর্ণিত সম্পদের সঙ্গে অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত সম্পদের অভিন্নতা লক্ষ করা যায়। কৃষির ওপর নির্ভরশীল ভারতবর্ষে কৃষিকাজে জল ও জলসেচের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে অর্থশাস্ত্রের ২/২৪/৪১-নং শ্লোকে। এখানে বলা হয়েছে যে জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে রাজাকে উদ্যোগী হতে হবে। তিনি জলের জন্য নদী বা ঝরনার মতো কোনও অনিঃশেষ উৎস থেকে জল সংগ্রহ ও জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জলাধার বা সেতু নির্মাণ করতে হবে। আরও বলা হয়েছে যে নদীর পরিবাহ-ক্ষেত্র (catchment area) খনন করে তাকে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যা পরে প্রয়োজনে সেচের কাজে ব্যবহার করা হবে। বলাবাহুল্য, সময়কালের দিক থেকে প্রাচীন হলেও এই ব্যবস্থার মধ্যে আধুনিকতার ছাপ রয়েছে। অর্থশাস্ত্রে বারবার সেচের গুরুত্বের কথাই বলা হয়নি, সেচপ্রকল্প বা সেতুর ক্ষতিসাধন করলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চরম শাস্তি, এমনকি মৃত্যুদণ্ডের সুপারিশও করেছেন কৌটিল্য। এইভাবে জলসেচব্যবস্থার ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের যে সুপারিশ করেছেন কৌটিল্য, মৌর্য যুগ (আনুমানিক ৩২৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ-১৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) -এ এদেশে আগত গ্রিকদূত মেগাস্থিনিসের *ইন্ডিকা*-য় তার সমর্থন মেলে। এই গ্রন্থে মেগাস্থিনিস 'অ্যাগ্রোনময়' নামে জেলার ভারপ্রাপ্ত এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর উল্লেখ করেছেন, যাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান, বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে সেচের জন্য প্রয়োজনীয় জল নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা।

অরণ্যসম্পদ সর্বতোভাবে রক্ষা করার ওপরেও জোর দেওয়া হয়েছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। উল্লেখ্য, এই গ্রন্থটির অধ্যক্ষপ্রচার অংশে যে বত্রিশজন অধ্যক্ষের পদের নাম আছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—কূপাধ্যক্ষ। তাঁর প্রধান কাজ ছিল অরণ্য সম্পদকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে অরণ্য সম্পদের রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া। সবচেয়ে বড়ো কথা হল রোগগ্রস্ত গাছের উচ্ছেদ এবং নতুন গাছ লাগানো তাঁর অন্যতম কর্তব্য ছিল, যা তিনি সম্পাদন করতেন তাঁর অধস্তন অরণ্যরক্ষীদের মাধ্যমে। এইগুলি ছাড়াও ওনার দায়িত্বের এক্তিয়ারে ছিল অরণ্য সম্পদের ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তিদের শাস্তিবিধান ও জরিমানার হার স্থির করা।

মৌর্য সম্রাট অশোকের কয়েকটি শিলালেখ ও স্তম্ভলেখয় উদ্ধৃত কিছু তথ্যের মধ্যে প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতার বিষয়টি খুব স্পষ্ট। এই কথা সর্বজনবিদিত যে আনুমানিক ২৬১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সংঘটিত কলিঙ্গ (উড়িষ্যা) যুদ্ধে জয়লাভের পর